দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিবির ও ছাত্রলীগের লাগাতার অবরোধ চবি'তে শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত অচল

মযহুল কবীর ॥ ইসলামী ছাত্রশিবির ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের অবরোধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। অচলাবস্থা নিরসনে প্রশাসন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ও ছাত্রলীগের অবরোধ কর্মসূচী শুরু হয় ১৯ মার্চ থেকে। প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে উক্ত দুই দলের মধ্যে ১৮ মার্চ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় দল একে অপরকে দায়ী করে শাস্তির দাবীতে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী দেয়। শিবির ৩ দফা দাবীতে অবরোধ আহ্বান করে। দাবীসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ ১৮ মার্চ সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ী ছাত্রলীগ [illegible] নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও বহিষ্কার এবং আহত শিবির নেতাদের চিকিৎসার্থে ক্ষতিপূরণ প্রদান। অপরদিকে ছাত্রলীগের দাবীসমূহ হচ্ছে ঃ ১৮ মার্চের ঘটনায় দায়ী শিবির নেতাকর্মীদের গ্রেফতারপূর্বক বহিষ্কার, শিবিরের মদদদাতা প্রক্টোরিয়াল বডির পরিবর্তন এবং ১৯ অক্টোবর '০২ ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন।

দাবী পূরণের লক্ষ্যে উভয় সংগঠন লাগাতার অবরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল, সমাবেশ করছে। অপরদিকে ছাত্রলীগ শাটল ট্রেন চলাচলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গামী বাসে বাধা দিয়ে অবরোধ সফল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত ১৯ মার্চ থেকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি বাস ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ৩টি ম্যাক্সিতে ভাংচুর চালিয়েছে।

ছাত্রলীগ ও শিবিরের অবরোধের ফলে গত এক সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ হচ্ছে না, কোন কোন বিভাগে দু'একটা ক্লাস হলেও উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ফের সংঘর্ষের ভয়ে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সাহস করছে না। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিতে ভয় পাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অবরোধ আহ্বানকারী সংগঠন দুটোর সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দাবীপূরণ না হওয়ায় কোন সংগঠনই কর্মসূচী প্রত্যাহার করছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিন ১২ মার্চ ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানাতে গিয়ে শিবির ও ছাত্রলীগের দুটি মিছিল মুখোমুখি হয়ে যায়। শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগানে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তারপরও প্রশাসন তা আমলে নেয়নি।

অবরোধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে গত ২০ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ২২ মার্চ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার শুরু হয়েছে। অবরোধ, ভাংচুরের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষাৎকার দিতে আসছেন। এসময় তারা যেমন আতঙ্কের মধ্যে থাকছেন তেমনি অভিভাবকদের মাঝেও বিরাজ করছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। গত ১ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধ, ধর্মঘট না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান সেশনজট কিছুটা হলেও কমে আসছিল।